কর্মশালার রেপোটিয়ার রিপোর্ট (Workshop Rapporteur Report)

কর্মশালার বিষয়	Workshop on Artificial Intelligence: It's Importance and the role of Civil Servants
মূল আলোচক	জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান, (সাবেক আইসিটি ও শিক্ষা সচিব) কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর।
সভাপতি	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
তারিখ	১৭/০৫/২০২৩
স্থান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিপি৩ শাখার উদ্যোগে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: এর গুরুত্ব এবং সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি কর্মশালা ১৭ মে ২০২৩ দিনব্যাপী অনুস্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এ মন্ত্রণালয়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান, (সাবেক আইসিটি ও শিক্ষা সচিব) কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় মূল আলোচক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ক্রমবিকাশের ধাপসমূহ তুলে ধরেন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। মুক্ত আলোচনায় মূল আলোচক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উপর জোর দেন।

স্বাগত বক্তব্য:

জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রথমে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এটা প্রযুক্তির ট্রানজিশন। এ নতুন প্রযুক্তির ট্রানজিশনকে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। যদি এই ট্রানজিশন গ্রহণ না করা হয় তবে উন্নয়নের রাস্তা থেকে আমরা দুরে সরে যাব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর সম্ভাবনাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

মূল আলোচক এর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য:

উদ্বোধনী বক্তব্য এর পর কর্মশালার মুল আলোচক জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: এর গুরুত্ব ও সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা" (Artificial Intelligence: Its Importance & the Role of Civil Servants) এর উপর আলোচনা শুরু করেন। প্রথমে তিনি শিল্প বিপ্লব কী সে বিষয়ে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক কী সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। অত:পর ১ম, ২য় ও ৩য় শিল্প বিপ্লব এর বিকাশের ধাপসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, শিল্প বিপ্লব এর প্রভাবে নতুন নতুন শব্দ ও ভাষা এর সঙ্গে সবাই সম্পৃক্ত হচ্ছে। নতুন আগামী দিনের উন্নত বিশ্বের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের এগুলো গ্রহণ করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফল প্রয়োগের ফলে কিউবার অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে তার

ধাপসমূহ বিস্তারিতভাবে তাদের স্থানীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে-তিনি তার সে বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে শেয়ার করেন।

মূল আলোচক মহোদয় ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর ডিজিটাল, ফিজিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল ফেইজ এর দিকসমূহ আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকটি উপাদানের সমন্বয়েই যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সফলতা আসবে সে বিষয়ে ধারণা দেন। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে স্বাস্থ্য খাত প্রায় ৪৫% এর বেশী উপকৃত হবে বলে তিনি আশা করেন। তাছাড়া শিক্ষা খাতে ১১%, অর্থ খাতে ১৫%, অবকাঠামোগত উন্নয়নে ১৪% ও বিদ্যুৎ খাতে ১৫% বেশী প্রভাব পড়বে।

তিনি তার বক্তব্যে আমাদের দেশে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর সুবিধা কৃষি খাতে ব্যবহার করতে হবে যেন দেশে কৃষি পণ্যের উচ্চ ফলন হয়। কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পপুলেশন রেজিস্ট্রার প্রয়োগ দেশের সকল মানুষের তথ্যকে একটি ইউনিটে নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে। সহজাত বুদ্ধিমত্তার দুটি দিক যথা: Genomics and Phenomix ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পপুলেশন জেনেটিক্স এ ডাটা ডিজাইন এবং সিস্টেমেটিক সফটওয়্যারে এর প্রয়োগে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের দিকগুলো ফুটে উঠে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে বিগ ডাটা (Big Data) প্রস্তুত করতে হবে। এ জন্য ডাটা সংগ্রহ ও তা ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করতে হবে এবং ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব সাইট তৈরী করতে হবে। সামগ্রিক বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ডাটা এনালাইসিস এবং ডোমেইন নলেজ অর্জন করতে হবে।

মুক্ত আলোচনা:

আলোচনার শেষ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব তা জানতে চান। জবাবে জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান জানান যে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আরো মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি জোর দেন।

ড. আবু শাহীন মো: আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, সিপি অধিশাখা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, সরকারী কর্মকর্তাদের মুল্যায়নের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায় কিনা? জবাবে জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান জানান যে, এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটি সফটওয়ের তৈরী করতে পারে, যা অটোমেটিক্যালি রিপোর্ট তৈরী করবে। এব্যাপারেও ডোমেইন নলেজ থাকতে হবে। ডোমাইন নলেজ হলো আমরা কি করতে যাচ্ছি সেটা জানা অর্থাৎ কোন ডেটা সাইন্স প্রজেক্ট থেকে আমরা কি আউটপুট বা রেজাল্ট পেতে চাই সেটা নির্ধারণ করা।

কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা ও যুক্তি-তর্কের প্রেক্ষিতে কর্মশালায় নিম্নরুপ সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়:

০১। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব একটি প্রযুক্তির ট্রানজিশন। এই ট্রানজিশনের সাথে খাপ খেয়ে চলার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে এবং যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

০২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর উপর বেশী বেশী কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

০৩। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের জনগনের বিগ ডেটা প্রস্তুতের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অনুরোধ করতে পারে।

০৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মুল্যায়নের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতীয় নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

সমাপনী বক্তব্য:

আলোচনা শেষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তাদের একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত কাজ করার উপর জোর দেন। মূল আলোচক জনাব মো: নজরুল ইসলাম খানকে এ কর্মশালায় স্বর্ত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করায় সকলের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মোহাম্মদ নাছির উল্লাহ খান
উপসচিব
সিপি ২ শাখা

মোহাম্মদ শওকত আলী
উপসচিব
সিপি ৩ শাখা